আজকের কাগজ

তারিখ 27 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

32

দেশের সবচে' বড় স্কুলটির এখন করুণ অবস্থা

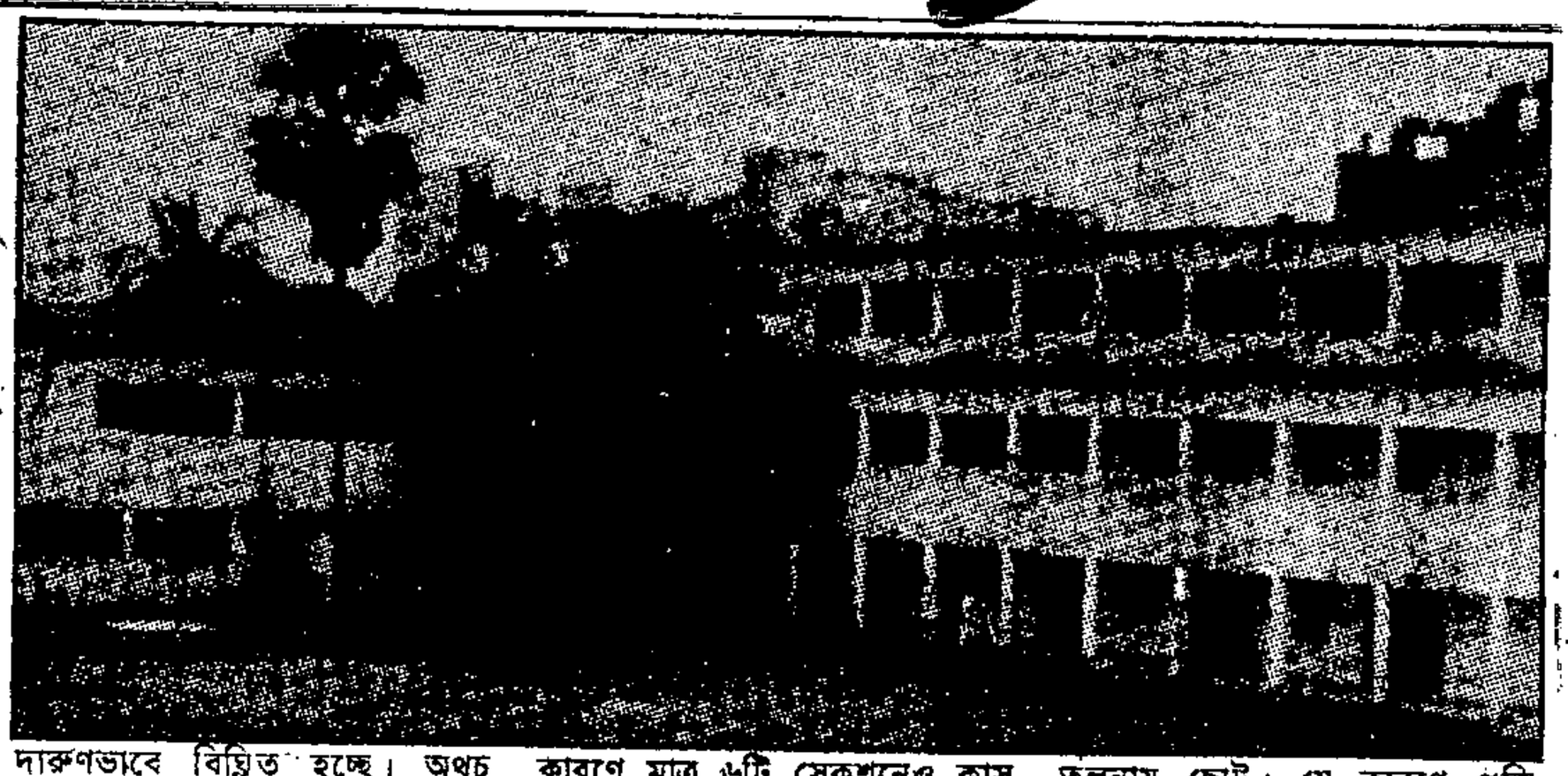

নৃপেন বিশ্বাসঃ অবহেলা আর অব্যবস্থার কারণে দেশে ৩১৭ টি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচে' বড় বিদ্যাপীঠ তেজগাঁও সরকারি উচ্চবালক বিদ্যালয়টি আজ বহুবিধ সমস্যায় নিমজ্জিত। একনাগারে ৫৫ সেকশনে ক্লাস চললেও স্কুলে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্য ৪৯ জন। ফলে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কর্তপক্ষের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

ফার্মগেটে অবস্থিত তিন হাজার শিক্ষার্থী অধ্যুষিত এ বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠালাভ করে ১৯৩৫ সালে। সরকারিকরণ করা হয় ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে। এ সময় ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫ সেকশন সম্বলিত বিদ্যালয়ে ৯৯ জন শিক্ষকসহ মোট ১২৬ জন স্টাফ কর্মরত ছিলেন। তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানও ছিলো বেশ উন্নত। কিন্তু ১৯৮৫ সালে তথাকথিত এনাম কমিটির একতরফা সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ৯৯ জনের স্থলে ৪৮+১=৪৯ জন করা হয়। অন্যান্য পদের মধ্যে লাইব্রেরিয়ান বানাকুলার শিক্ষক, জুনিয়র শিক্ষকসহ কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। যা এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করার সামিল হয়েছে। ৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্যে কোনো লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ান না থাকায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করার আগে সংগৃহীত প্রায় ৫০-৬০ হাজার টাকার মূল্যমান বই-পুস্তক অযত্ন আর অবহেলায় ধুলোবালি আর ময়লা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়ে আছে। সহকারি শিক্ষকরা বইগুলো এভাবে ফেলে না রেখে হয় একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেয়া, না হয় ফেরত নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শিক্ষকরা জানান, বিদ্যালয়ে প্রভাতী ও দিবা শাখায় সর্বমোট ৫৫টি সেকশন। অথচ শিক্ষক সংখ্যা ৪৯ জন। এরমধ্যে প্রায় প্রতিদিন অসুস্থজনিত কারণে কিংবা অন্য কারণে গড়ে ৪-৫ জন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন। যদিও ডেপুটেশনে ২১ জন শিক্ষক দেয়া হয়েছে তাতেও সমস্যা সমাধান হয়নি। প্রতিদিন প্রায় সব শিক্ষককেই একটানা বিরতিহীনভাবে একের পর এক ক্লাস নিতে হয়। ফলে পাঠদানের গতি ব্যাহত হয়ে থাকে। এছাড়া ৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্যে একজন মাত্র ইংরেজী শিক্ষক ক্লাস নিয়ে থাকেন। সব ক্লাসে আবশ্যিক আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওই একজনই মাত্র মাওলানা। প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন ভূইয়া জানান, দেশে মোট ৩১৭টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ের মতো আর কোনো বিদ্যালয়ে ৫৫ সেকশনে ক্লাস চলার নজির নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র স্বল্পতার কারণে মাত্র ৬টি সেকশনেও ক্লাস চলে। অথচ শিক্ষক সংখ্যা সব স্কুলে সমান। আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা ক্লাস নিলেও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে কাজ থাকে না। এনাম কমিটির একতরফা সিদ্ধান্তটি অতি সত্বর বাতিল হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন, এনাম কমিটির কারণেই সব বিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি তুলে নেয়া হয়েছে। যা উন্নত শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তেজগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আরও জানা যায়, বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষক অবসর নিলে তার বদলে যে শিক্ষক পাঠানো হয় বিষয়গত দিক থেকে প্রায় সময়ই তাদের মধে অমিল থাকে। সম্প্রতি ইংরেজী শিক্ষক হাফেজ মোঃ শিহাব উদ্দিন অবসর নিলে বাংলা ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক নাসরিন সুলতানাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে পুরো পাঠদানসূচির পরিবর্তন করতে হয়েছে এতোবড় ঐতিহ্যবাহী একটি বিদ্যালয়ে প্রচুর পতিত জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষকের বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে অনেক দূর থেকে এসে তাকে স্কুল করতে হয়। জানা যায়, স্কুলে সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে বাথরুমের। প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর জন্যে মাত্র দুটো বাথরুম রয়েছে। শিক্ষকদের জন্যেও দুটো। যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে কম। স্কুলের ক্লাসরুমগুলোও প্রয়োজনের তুলনায় ছোট। যে কারণে প্রতি সেকশনে ৪৫ জন করে ছাত্র/ছাত্রীর বসার স্থান সংকুলান হতে চায় না। এ জন্যে কোনো কোনো ক্লাসে ছেলেমেয়েদের দাঁড়িয়েও ক্লাস করতে হয় বলেও শোনা যায়। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্যেও নেই কোনো ব্যবস্থা। দেশের প্রতিটি সরকারি স্কুলে শিক্ষক-মিলনায়তন থাকলেও এখানে তা নেই। অথচ চালাবিহীন পড়ে থাকা ৯০ ফুট X ২৪ ফুট আকারের একটি সেমিপাকা ঘর দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত রয়েছে। অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। যে কারণে শিক্ষার মান উন্নয়ন মারাত্মকভাবে আজ হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া স্কুলটি ফার্মগেটের সবচে' ব্যস্ততম স্থানে অবস্থিত। এদিকে মূল সড়কের চেয়ে প্রায় দেড় ফুট নিচু ভূমিতে এর অবস্থান হওয়ার বৃষ্টি জমলেই রাস্তার পানি স্কুল মাঠটিতে এসে হাঁটু সমান হয়। অন্যদিকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় কয়েকদিন ধরে তা স্থির জমে থাকে। ফলে ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এদিকে স্কুল ছুটির পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকার বখাটে ছেলেদের আড্ডা জমে। তারা মেয়েদের উদ্দেশে অশালিন ওক্তি ও উত্ত্যক্ত করে। এসব বিষয় সুবিবেচনার দৃষ্টিতে দেখে সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া আশু দরকার বলে বিজ্ঞ মহলের ধারণা।